ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

রবিবার সকালে পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের অন্ডাল স্টেশনের কাছে রেললাইন পার হতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের

মুকুলের বিরুদ্ধে এফআইআর ● কৃষ্ণগঞ্জে গেলেন পার্থ–অনুব্রত

বিধায়ক খুনের তদন্তে সিআইডি, গ্রেফতার ২

কৃষ্ণগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ নদিয়ার বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসের খুনের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তদন্তে নামলেন সিআইডি–র অফিসাররা। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে সুজিত মণ্ডল ও কার্তিক মণ্ডল নামে স্থানীয় দুই যুবক। আরও এক অভিযুক্ত অভিজিৎ পাড়ুরিকে আটক করে জেরা চলছে। ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে রবিবার সকালেই পুলিশ কুকুর দিয়ে গোটা এলাকায় তল্লাশি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকেই উদ্ধার হয়েছে একটি পাইপগান। তদন্তকারী অফিসারদের সন্দেহ সুপারি কিলার দিয়ে খুন করা হয়ে থাকতে পারে। তবে তারা যে স্থানীয় সেসম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, খুনের পর খুব তাড়াতাড়ি আততায়ীরা ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। এমনকি বিধায়কের সঙ্গে কোনো নিরাপত্তারক্ষী নেই সেখবরও তারা জানত।

স্থানীয়দের অভিযোগ, শনিবার সরস্বতীপুজোর অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী রত্না ঘোষও। তা সত্ত্বেও কোনো পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। আবার মাত্র সাত ঘণ্টায় আটবার লোডশেডিং হয়। ফলে ছক কষেই খুন করা হয়েছে বলে তদন্তকারী অফিসারদের ধারণা।

এদিকে, নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগে সরানো হল স্থানীয় হাঁসখালি থানার ওসি অনিন্দ্য বসুকে। সাসপেন্ড করা হয়েছে নিরাপত্তারক্ষী প্রভাস মণ্ডলকেও। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ছুটিতে ছিলেন প্রভাস মণ্ডল। বিধায়ক হিসেবে একজন নিরাপত্তারক্ষী পেতেন সত্যজিৎবাবু। পুলিশকর্মী প্রভাসবাবু সেই দায়িত্বই পালন করতেন। তবে তাঁর বদলি হিসেবে অন্য কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে সম্পূর্ণ নিয়মবহির্ভূতভাবে ছুটি নেওয়ার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছে তাঁকে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ কৃষ্ণগঞ্জে যান তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং নদিয়ার পর্যবেক্ষক অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার সেখানে যাওয়ার কথা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে সমবেদনা জানিয়ে দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দেন সত্যজিতের পরিবারকে। এদিন প্রথমেই শক্তিগড় হাসপাতালে যান পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই ময়নাতদন্ত হয় সত্যজিৎ বিশ্বাসের। রিপোর্ট অনুযায়ী একটি গুলি করা হয়েছিল পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে। মাথা ফুঁড়ে গুলিটি বেরিয়ে গিয়েছে। শনিবার যে মঞ্চে বিধায়ককে গুলি করা হয়, সেখানেই আজ তাঁকে শায়িত রেখে মাল্যদান করে শেষ শ্রদ্ধা জানান পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অনুব্রত মণ্ডল, জেলা সভাপতি গৌরীশংকর দত্ত সহ স্থানীয়রা। তারপর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে।

কৃষ্ণগঞ্জে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যত বড়ো নেতাই হোক খুনের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি হবে।'

রবিবার নদিয়ার তৃণমূল জেলা সভাপতি গৌরীশংকর দত্ত সহ দলের বেশ কয়েকজন কর্মী–সমর্থক হাঁসখালি থানায় বিজেপি নেতা মুকুল রায় সহ চারজনের নামে এফআইআর করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মুকুল ঘনিষ্ঠ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বিবাদ ছিল সত্যজিৎ বিশ্বাসের। তাই মুকুল রায়ই পুরো ঘটনার পিছনে রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। এদিনই গৌরীশংকর দত্তকে পালটা আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন মুকুল রায়ও। তিনি জানান, তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ধামাচাপা দিতেই এধরনের অভিযোগ। কোথাও খুন হলেই বিজেপিকে জড়ানোর চক্রান্ত চলছে শাসকদলের মধ্যে। তবে সত্যজিৎ বিশ্বাসের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন, যা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমি চাই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূল কর্মীদের মেরে জব্দ করা যায় না। আমাদের কর্মীরা সবকিছুর জন্য রীতিমতো তৈরি হয়ে আছে।'

বিজেপির জেলা সভাপতি (নদিয়া দক্ষিণ) জগন্নাথ সরকার বলেন, 'এটা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল।' সিপিএম নেতা সূর্যকান্ত মিশ্র বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, 'এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণিত হল তৃণমূলের রাজত্বে কেউই নিরাপদ নয়। সেকারণেই তৃণমূল বিধায়ককে প্রকাশ্যে খুন হতে হচ্ছে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন, 'ওখানকার মাটি মাফিয়া, বালি মাফিয়ারা সবাই তৃণমূলের লোক। এই মাফিয়ারাজ কায়েম করার জন্যই রাজ্যজুড়ে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। বছর দেড়েক আগে ওই হাঁসখালিতেই এক তৃণমূল নেতা খুন হয়েছিলেন। যার আজও কোনো কিনারা হয়নি।'

অন্যদিকে, মৃত সত্যজিতের ভাই সুজিত বিশ্বাস বলেন, অভিযুক্তরা সবাই বিজেপি করে। অভিজিৎ পাড়ুরিই দাদাকে গুলি করেছে। ও কলেজে পড়ার সময় তৃণমূল করত। এখন বিজেপিতে চলে গিয়েছে। মৃতের স্ত্রী রুপালি বিশ্বাস হালদারও একই কথা বলেন।

কান্নায় ভেঙে পড়েছেন নিহত বিধায়কের আত্মীয়রা। – পিটিআই

দলীয় দপ্তরে তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক

নিরপেক্ষ তদন্ত হলে উঠে আসবে আসল সত্য : মুকুল

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ বিজেপি কখনও খুনের রাজনীতি করে না। রাজ্যে বিজেপির অগ্রগতিতে দিশেহারা শাসকদল। আর সেই কারণেই বিজেপির অগ্রগতিকে রুখতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বা দুষ্কৃতীর হাতে দলীয় কর্মী ও নেতার খুনের দায় বিজেপির উপর চাপানো হচ্ছে। নিরপেক্ষ তদন্ত হলেই আসল সত্য প্রকাশ হবে বলে মনে করেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মুকুল রায়।

উল্লেখ্য, গতকাল রাতে সরস্বতীপুজোর একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস। আর সেই খুনের অভিযোগে জেলা তৃণমূল সভাপতি গৌরীশংকর দত্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা মুকুল রায় সহ ৪ জন বিজেপি নেতা–কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন দলীয় দপ্তরে মুকুলবাবু তড়িঘড়ি সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তৃণমূলের অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেন।

রবিবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে মুকুল রায়। – পিটিআই

মুকুলবাবু বলেন, যেকোনো ঘটনায় বিরোধীদের নাম জড়িয়ে তাঁদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করাটা তৃণমূলের পুরোনো খেলা। আর সে খেলা খেলতেই নদিয়ায় দলীয় বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাস খুনে তাঁর নাম জড়ানো হয়েছে।

এদিন তিনি অভিযোগ তোলেন, তিনি যখন তৃণমূলে ছিলেন সেসময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার এসপি ছিলেন বর্তমানে কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম)। সেসময়ও দলের পক্ষ থেকে সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়কে গ্রেফতারের জন্য পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু তিনি নিজে সেই কাজ হতে দেননি।

এদিন তিনি অভিযোগ তোলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমানে কাছের লোক হলেন চন্দ্রবাবু নাইডু। তাই মুখ্যমন্ত্রীর যদি সৎ সাহস থাকে তাহলে চন্দ্রবাবুর কোনো এজেন্সিকে দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করান, তাহলে আসল সত্য সামনে আসবে। তিনি তৃণমূলের নদিয়া জেলা সভাপতিকে একহাত নিয়ে বলেন, গৌরীশংকর দত্তর মতো ব্যক্তিকে যে তাঁর দলই চায় না সেটা সেখানকার মানুষই ভালো বলতে পারবেন। এছাড়া তিনি গৌরীবাবুকে বুকে হাত দিয়ে আসল খুনির নাম প্রকাশ্যে আনার অনুরোধও করেন। এর পাশাপাশি তাঁকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এদিনই তিনি গৌরীশংকরবাবু ও একটি বৈদ্যুতিন চ্যানেলকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন বলেও জানান।

অন্যদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, খুনের রাজনীতি ছিল গুজরাটে। সেটাকে এরাজ্যে আমদানি করেছেন দিলীপবাবুরা। সিপিএমের হার্মাদ ও সীমান্ত পেরিয়ে দুষ্কৃতীরা এরাজ্যে ঢুকে খুন করে চলে যাচ্ছে। তাঁর মতে, নদিয়ায় বালি, মাটি কিছুই নেই। তাই তা নিয়ে মাফিয়ারাজের কোনো প্রশ্নই নেই। আসলে শান্তিপূর্ণ এলাকায় অশান্তি পাকিয়ে তা দখল করার ছক কষছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারই জেরে ওই খুন।

চিঠি নিয়ে বিতর্ক রেল ইঞ্জিন কারখানায়

আসানসোল, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার জেনারেল ম্যানেজারের কাছে নিয়োগের জন্য রেলওয়ে বোর্ডের প্যাডে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস কমিটির (পিএসসি) চেয়ারম্যানের পাঠানো একটি চিঠি ঘিরে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। রেলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যেও ওই চিঠি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। ভারতীয় রেলের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পদে দীর্ঘদিন ধরে থাকা সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া এই চিঠি প্রসঙ্গে বলেন, 'রেলমন্ত্রীও আইনগতভাবে এ ধরনের চিঠি পাঠিয়ে কোথাও কাউকে নিয়োগের কথা বলতে পারেন না।' চিত্তরঞ্জন রেল কারখানার জনসংযোগ আধিকারিক মনতার সিং বলেন, 'এরকম চিঠির কথা আমার জানা নেই। সোমবার অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।' একইভাবে আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখব।'

চিত্তরঞ্জনের রেল ইঞ্জিন কারখানা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩১ জানুয়ারি রেল ভবনের প্যাডে প্যাসেঞ্জার সার্ভিস কমিটির চেয়ারম্যান রমেশচন্দ্র রাটা

নিয়োগের সুপারিশ

চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার জেনারেল ম্যানেজারকে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আপনার কাছে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা পাঠালাম। তাঁদেরকে গ্রুপ ডি পদে কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হোক।' নির্দিষ্ট করে ১০ জনের জন্য এমন নিয়োগের চিঠির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রেলের বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা।

বাসুদেব আচারিয়া বলেন, 'যদি জেনারেল ম্যানেজার মনে করেন তাঁর ক্ষমতাবলে কোনো নিয়োগ করবেন তাহলে সে ক্ষেত্রেও তাঁকে কাগজে–কলমে করতে হবে। এই চিঠির পিছনে অন্য কোনো কারণ থাকলেও থাকতে পারে। এজন্য তদন্ত হওয়া উচিত।' অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সভাপতি রাখাল দাশগুপ্ত বলেন, 'কোনো প্যানেল ছাড়াই, যে কারও নাম লিখে নিয়োগের জন্য জিএম–কে বলা যায় না।' ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (এনএফআইআর) চিত্তরঞ্জনের জোনাল সম্পাদক স্বপনকুমার লাহা বলেন, 'এখানে সর্বভারতীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছাড়াও নির্বাচিত স্টাফ কাউন্সিলের সদস্যরা আছেন। তাঁরা বারবার দাবি করছেন কারখানার শূন্যপদ পূরণ করা হোক। যাঁরা পাস করে বহু বছর বসে আছেন সেখান থেকে কারখানায় নিয়োগ করা হোক।' চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানার স্টাফ কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য এবং আইএনটিইউসি সংগঠনের সহসম্পাদক নেপাল চক্রবর্তী বলেন, 'সোমবার আমরা লিখিতভাবে এর প্রতিবাদ জানাব। যদি নিয়োগ করতেই হয়, তাহলে বিজ্ঞাপন দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে প্যানেল করতে হবে।' সিটু অনুমোদিত লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাজীব গুপ্ত এবং ওই সংগঠনের স্টাফ কাউন্সিল সদস্য চিন্ময় গুহ বলেন, 'পিছনের দরজা দিয়ে এমন নিয়োগের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা লিখিতভাবে এর প্রতিবাদ জানাব।'

মেট্রো চ্যানেলে ধরনার অনুমতি পেল না কংগ্রেস

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনার অনুমতি মিলল না যুব কংগ্রেসের। যেখানে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধরনায় বসে মুখ্যমন্ত্রী মাত্র কয়েকদিন আগেই গোটা দেশে ঝড় তুলেছিলেন, সেখানেই একই দাবিতে ধরনা করার প্রস্তাব দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য প্রশাসন তাদের অনুমতি দেয়নি বলে প্রদেশ কংগ্রেসের দপ্তর বিধানভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। ১১–১৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার মেট্রো চ্যানেলে ধরনার আয়োজন করেছিল যুব কংগ্রেস। বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে সিবিআইয়ের অপব্যবহার ও চিটফান্ডের প্রতারিতদের টাকা ফেরতের দাবিতে ধরনা কর্মসূচি নিয়েছিল তারা। মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে লাউডস্পিকার ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। এমনকি কর্মসূচি পালনের সময় রাস্তা আটকানো হবে না বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও লালবাজার থেকে কর্মসূচির অনুমতি মেলেনি বলে কংগ্রেস নেতাদের দাবি। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অনুমতি না দিয়ে আসলে প্রতিবাদ করার অধিকারকে খর্ব করছে রাজ্য সরকার। সোমবার দলীয় বৈঠকের পর পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করা হবে বলে কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে।

বউদিকে অ্যাসিড, ধৃত দেওর

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সুপ্রিমকোর্ট খোলাবাজারে অ্যাসিড বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে। তা সত্ত্বেও অ্যাসিড হামলা চলছেই। এবার নিজের বউদির উপর অ্যাসিড ছুড়ল দেওর। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় দুপুর আড়াইটে নাগাদ বেলিলিয়াস রোডে টোটো করে যাচ্ছিলেন বছর চল্লিশের জামিলা বেগম। তখনই তার দেওর রাজু আনসারি বউদিকে লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোড়ে। ঝলসে যায় মহিলার মুখের একদিক সহ দেহের বেশ কিছুটা অংশ। স্থানীয়রা জানায়, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় আততায়ী। গণপিটুনি দিয়ে আহত রাজুকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় প্রত্যক্ষদর্শীরা। হাওড়া থানার পুলিশ আহত দুজনকেই হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভরতি করে রাজুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। পুলিশ সূত্রে খবর, সম্ভবত পারিবারিক বিবাদের জেরেই অ্যাসিড হামলা করেছে রাজু। জানা গিয়েছে, প্রায়ই মদ্যপান করে এসে বউদির উপর শারীরিক অত্যাচার করত সে। রবিবার সকালেও বাড়িতে ঝগড়া হয়, তার জেরেই এই হামলা করে থাকতে পারে রাজু।

একই ঘর তিনবার ভাঙল দাঁতাল

বাঁকুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ তিন বছরে তিনবার একই ঘর ভাঙল দলছুট দাঁতাল। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের সিমলাপালের দুবরাজপুর এলাকার জাম্বনি গ্রামে। ২০১৭ সালে ছিল বেড়ার ঘর। সেই ঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল একটি দলছুট হাতি। ঘরের মালিক গুরুপদ দুলে মাটির দেয়াল দিয়ে আবার ঘর করেছিলেন। গত বছর ফের এই ঘরের উত্তর দিকের মাটির দেয়ালটি ভেঙে দেয় একটি দাঁতাল। গত বছরই ঘরটি আবার মেরামত করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটি দলছুট দাঁতাল এই ঘরটির দক্ষিণ দিকের দেয়ালে দাঁত দিয়ে ধাক্কা মারে। ফলে মাটির দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

গুরুপদবাবু বলেন, 'এই নিয়ে পরপর তিনবার হাতিতে আমার ঘর ভাঙল। প্রতিবারই বিট অফিসার ও রেঞ্জ অফিসার সরেজমিনে তদন্ত করে গিয়েছেন। কিন্তু কোনো ক্ষতিপূরণ পাইনি।' গুরুপদবাবুর স্ত্রী মীরা দুলে বলেন, 'ঘটনার সময় আমি রান্না করছিলাম।'

দুবরাজপুরের বিট অফিসার বাবলু কোটাল বলেন, 'একটি দলছুট দাঁতাল দু'দিন হল এই এলাকায় ঢুকেছে। গুরুপদবাবুর মাটির দেয়াল ফাটিয়ে দিয়েছে দাঁতালটি। আমরা হাতিটির গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখছি।' বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বড়জোড়া এবং বেলিয়াতোড় এলাকায় ৪৯টি হাতি দুটি দলে ভাগ হয়ে শালী নদীর দু'ধারের গ্রামগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। হাতির হানায় অতিষ্ঠ হয়ে বাঁকুড়া জেলা সংগ্রামী মঞ্চ ৭ ফেব্রুয়ারি ডেপুটেশনও দেয়। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের ডিএফও জে ভাস্কর বলেন, 'আমরা চেষ্টা করেও হাতিগুলোকে ময়ূরঝর্ণায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছি। তবে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে।'

মাকে বাঁচাতে আগুনে ঝাঁপ পড়ুয়ার

বর্ধমান, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ দু'হাত পুড়িয়েও অগ্নিদগ্ধ মাকে বাঁচাতে পারল না মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে রবিবার মারা যান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সরিফুল শেখের মা আজিবা বিবি (৪২)। ঘটনাটি ঘটেছে কাটোয়া থানার লোহাপোতা গ্রামে। পোড়া হাতের চিকিৎসার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই পরীক্ষার্থী। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সরিফুলের দু'হাত যেভাবে পুড়েছে তাতে এ বছর তার পক্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে রান্না করছিলেন আজিবা বিবি। সেই সময় অসতর্কতায় তাঁর গায়ের চাদরে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন মারাত্মক চেহারা নেয়। মাকে আগুনের গ্রাস থেকে বাঁচাতে একাই ঝাঁপিয়ে পড়ে সরিফুল। ঘটনায় সরিফুলের দু'হাত পুড়ে যায়। প্রতিবেশীরা দুজনকেই উদ্ধার করে রাতে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভরতি করেন। সেখানে রবিবার সকালে আজিবা বিবির মৃত্যু হয়।

বাঁকুড়া–রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে তৃণমূলের অবরোধ। ছবি ঃ দীপেন ঢাং

জাতীয় সড়ক অবরোধ

গঙ্গাজলঘাটি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জে তৃণমূল বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসের খুনের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার উত্তর বাঁকুড়ার মেজিয়া শিল্পাঞ্চলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সকাল ৮টার সময় গঙ্গাজলঘাটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাঁকুড়া–রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূলের নেতা–কর্মীরা। গঙ্গাজলঘাটি থানার দেউলি মোড়ে অবরোধের নেতৃত্ব দেন গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জীতেন গড়াই। অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি মানিক মণ্ডল সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অবরোধের ফলে এদিন যাত্রীবাহী বাস সহ শিল্পাঞ্চলের বহু পণ্যবাহী গাড়ি আটকে পড়ে। বিজেপি নেতা সুজিত অগস্থি বলেন, 'জাতীয় সড়কের যে জায়গায় তৃণমূল নেতারা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন সেই দেউলি মোড়টি হল বাঁকুড়া–রানিগঞ্জ ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও পুরুলিয়া–গঙ্গাজলঘাটি রাজ্য সড়কের সংযোগস্থল। ওখানে ২৪ ঘণ্টার জন্য পুলিশ চৌকি বসানো আছে। এত পুলিশের সামনে রাস্তা অবরোধ হল অথচ অবরোধ হঠানোর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ।' তৃণমূল নেতা মানিক মণ্ডল বলেন, 'আমরা অবরোধ করিনি। বিক্ষোভ সমাবেশ করেছিলাম। তাতে হয়তো একটু–আধটু যান চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে থাকতে পারে।'

সরকারি আইনজীবী প্রয়াত

দুবরাজপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার গভীর রাতে মারা গেলেন বীরভূমের দুবরাজপুর আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী মণিলাল দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। শনিবার শ্বাসকষ্ট শুরু হলে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। হাসপাতালেই তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই কন্যাকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন আইনজীবী মণিলাল দে। তাঁর মরদেহ দুবরাজপুর আদালতে আনা হলে বিচারক সোহন মুখোপাধ্যায় মরদেহে ফুল ও মালা দিয়ে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। মরদেহে মালা দেন বার কাউন্সিলের সভাপতি অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ল'ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জয় গড়াই প্রমুখ।

নিখোঁজ কাঁথির তৃণমূল নেতা

কাঁথি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ এক তৃণমূল নেতার নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে। ঘটনায় অপহরণের অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। থানায় অভিযোগ জানিয়েছে পরিবার। তদন্ত শুরু করেছে মারিশদা থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে একটি ফোন আসে রীতেশ রায়ের কাছে। কোলাঘাট যাচ্ছেন বলে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ওইদিন অধিক রাত পর্যন্ত না ফিরলেও একবার ফোনে স্ত্রী মহুয়ার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তিনি জানান, তাঁর এক পরিচিতের অসুস্থতার কারণে তিনি মালদা যাচ্ছেন। তারপর থেকে মোবাইলের সুইচ বন্ধ। বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় সৌভিক চক্রবর্তী নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে কোলাঘাট যাচ্ছেন বলে বেরিয়েছিলেন তিনি। রীতেশ কাঁথি–৩ ব্লক এলাকার দুরমুঠ অঞ্চলের তৃণমূলের নেতা। তৃণমূলের পক্ষে জেলা সাধারণ সম্পাদক কনিষ্ক পণ্ডার অভিযোগ, 'বিজেপি পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করেছে রীতেশকে।' বিজেপির কাঁথি নগর মণ্ডলের সভাপতি মহেশ সুর অবশ্য তৃণমূলের অপহরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

শিশুচোর সন্দেহে গণপ্রহারে যুবক খুন

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ শিশুচোর সন্দেহে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করল একদল যুবক। রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এলাকার বানিবেড়িয়া বাজারে খুন হন তিনি। এদিন রাত পর্যন্ত মৃত ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। এদিন সকালে অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবককে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তারা তাঁকে জেরা শুরু করায় সদুত্তর না পেয়ে শিশুচোর সন্দেহে গণপ্রহার চালায়। তারই জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করে প্রথমে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। অবস্থার সামাল দিতে কড়া পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে বলে জানা যায়।

পুরোহিতের অস্বাভাবিক মৃত্যু

আসানসোল, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ পুজো শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক পুরোহিতের। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সন্ধ্যায়। আসানসোল উত্তর থানার সেনরেলের বি ব্লকের বাসিন্দা ওই পুরোহিতের নাম শেখর মুখোপাধ্যায় (৫৩)। পুলিশ জানিয়েছে, শেখর মুখোপাধ্যায় কুলটি থানার ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ডুবুরডিহি চেকপোস্টের কাছে একটি কালীমন্দিরে পুরোহিতের কাজ করতেন। শনিবার সন্ধ্যায় পুজো শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই তিনি রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, শনিবার রাতে আসানসোল উত্তর থানার ভিস্তি মহল্লায় বব্বর আলি (৩৬) নামে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল। পুলিশ জানায়, শনিবার দুপুরে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে বব্বর আলির পারিবারিক কারণে অশান্তি হয়। এরপরে ঘরে ঢুকে তিনি বিষ খান বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভরতি করা হয়। রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ফের চিনা মাঞ্জায় আহত যুবক

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি (সংবাদ) ঃ কলকাতার মা উড়ালপুলের পর এবার বারুইপুরে থাবা বসাল চিনা মাঞ্জা। রবিবার দুপুরে মোটরবাইকে করে যাওয়ার সময় বারুইপুর রেল ব্রিজে চিনা মাঞ্জার সুতোয় গলা কেটে যায় রফিকুল নামে এক যুবকের। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভরতি করা হয়েছে এক বেসরকারি নার্সিংহোমে। ওই ঘটনার পর সেখানে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবস্থা সামাল দেয়।

শ্রমিকের মৃত্যু

আসানসোল, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ আসানসোল দক্ষিণ থানার ইসিএলের কালীপাহাড়ি কোলিয়ারির খোলামুখ খনিতে দুর্ঘটনায় এক শ্রমিকের মৃত্যু হল। ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে। হিরাপুর থানার বার্ণপুরের বাসিন্দা মৃত শ্রমিকের নাম লক্ষ্মণ রায় (৫৮)। স্থানীয় সূত্রে খবর, ড্রোজার অপারেটার হিসাবে কাজ করতেন ওই শ্রমিক। শনিবার রাতে ড্রোজারটিতে যান্ত্রিক গোলযোগ ধরা পড়ে। নেমে এসে ড্রোজারের নীচে ঢুকে যন্ত্রের গোলযোগ খুঁজে বার করতে যান তিনি। সেই সময় আচমকাই ড্রোজারটি চলতে শুরু করলে তিনি ড্রোজারের নীচে চেনে আটকে গিয়ে পিষে যান। আহত অবস্থায় তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইসিএলের তরফে, মৃত ড্রোজার অপারেটারের পরিবারকে নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

সরস্বতীপুজোর দিন বিশ্বকর্মার আরাধনা ছুতোরপাড়ায়

পুরুলিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ সবাই যখন বাগদেবীর আরাধনায় মগ্ন তখনই এক ভিন্ন ছবি দেখা যায় পুরুলিয়া শহরে। নামোপাড়ার শতাব্দীপ্রাচীন মন্দিরে এই সময় রীতিমতো ধুমধাম করে করা হয় বিশ্বকর্মাপুজো। চারদিন ধরে এই পুজোয় মেতে ওঠেন এলাকার মানুষ। এই ক'টা দিন নিজেদের পেশাগত কাজও বন্ধ রাখেন সূত্রধররা। এবার ১২৬ বছরে পড়ল নামোপাড়ার এই বিশ্বকর্মাপুজো। এই পুজোয় বিশ্বকর্মার দু'পাশে থাকে নল ও নীল। এছাড়াও থাকেন জয়া–বিজয়া।

শতবর্ষ ধরে সূত্রধররা আরাধ্য দেবতাকে সাজিয়েছেন নানান অলংকারে। এখন প্রতিমার রুপোর মুকুট, সোনার গলাবন্ধ সহ বহু অলংকার হয়েছে। সূত্রধর সমাজের প্রবীণ সদস্য গিরিজাশংকর শীল, প্রহ্লাদ সূত্রধররা বলেন, এমনিতে ভাদ্র মাসের শেষে বিশ্বকর্মাপুজো হয়। নিয়ম অনুযায়ী এই সময় কারিগরদের যন্ত্রপাতি মন্দিরে রাখতে হয়। কাজ বন্ধ রাখতে হয় সূত্রধরদের। ভাদ্র মাসে দুর্গাপ্রতিমা গড়ার চাপ থাকে, তাই কাজ বন্ধ রাখা সম্ভব হয় না। এজন্য শতবর্ষ আগে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিশ্বকর্মাপুজো করার সিদ্ধান্ত নেন তখনকার সমাজপতিরা। সেই রীতি মেনে আজও পুজো করা হয় এখানে।

এই সময় টানা চারদিন কাজ বন্ধ থাকে পুরুলিয়ার ছুতোরপাড়ায়। ছুতোরপাড়ার বাসিন্দা তথা আসবাব ব্যবসায়ী বিভাস দিগার বলেন, 'সরস্বতীপুজোর সময় চারদিন কার্যত ছুটি কাটাই আমরা। সবাই নিজেদের কারখানা, দোকান বন্ধ রাখেন। চারটে দিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাওয়া যায়। মন্দিরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান হয়। সারা বছর অপেক্ষা করি এই সময়টার জন্য।'

পুরুলিয়া শহরের ছুতোরপাড়ায় বিশ্বকর্মাপুজো। ছবি ঃ অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়